কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এক কৃষকের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার আগুনে তিনটি বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিন, নগদ টাকা, খাদ্যশস্য ও কাপড়চোপড়সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আব্দুলপুর ঘোগা এলাকায় বাহাদুর আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাহাদুর আলীর বাড়িতে আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বিদ্যুতের শকের ভয়ে প্রথমে কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেননি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং তিনটি ঘরসহ ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাহাদুর আলী মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাহাদুর আলী বলেন, “আগুনে আমার তিনটি ঘরসহ খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, টিন, ড্রেসিং টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, বাক্স, চাল, ধান ও নগদ টাকাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এখন পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

প্রতিবেশীরা জানান, আগুনে বাহাদুর আলীর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানান।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য গুহ বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে

সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

আলমডাঙ্গায় আগুনে পুড়ে ৪ বিঘা পানের বরজ ভস্মীভূত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন কৃষকের প্রায় ১৩০ শতাংশ জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার পানচাষি মিথুন আলি, রিপন আলি, টিপু সুলতান, মোতালেব হোসেন ও আহম্মদ আলির সম্মিলিত প্রায় চার বিঘা জমির পানের বরজ ছিল। গতকাল দুপুরে হঠাৎ করেই একটি বরজে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পানের বরজগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, পানের বরজে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তারের শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের উৎপত্তি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর আনুমানিক ২:৪০ মিনিটে তারা আগুনের খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে পাঁচটি বরজই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে চাষিদের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ডাউকি গ্রামের মেম্বর বাদসা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে ভস্মীভূত মুদি ও চায়ের দোকান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি মুদি ও চায়ের দোকান।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর গ্রামের কামাল উদ্দিন কালুর মুদি ও চায়ের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক কামাল উদ্দিন কালু জানান, আমার এই দোকানই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। অগ্নিকাণ্ডে দোকানের অবকাঠামো ও মালামালসহ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

এদিকে সময়মতো না পৌঁছানোর অভিযোগ তুলে হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ সময় আগুন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি প্রতিনিধি দল কুলবাড়িয়া বাজারে পৌঁছালে জনতা তাদের অবরুদ্ধ করে “ভুয়া ভুয়া” স্লোগান দিতে থাকে।

হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ফরহাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনায় আমরা সরাসরি কোনো সংবাদ পাইনি। ভুক্তভোগীরা ৯৯৯ লাইনে ফোন করলে আমরা মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনতা আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা ভুল বুঝতে পেরে আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর আমরা অবরুদ্ধতা এড়িয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি।

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।